

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির (UMC) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: শেখ নুরুল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা

তারিখ: ২১/০৬/২০২৩ খ্রি:

সময়: বিকাল ৩:১৫ ঘটিকা

স্থান: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বটিয়াঘাটা, খুলনা

উপস্থিতি পরিশিষ্ট- 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সদস্য সচিব উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বটিয়াঘাটা, খুলনা সভাপতির অনুমতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	উপজেলাতে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সমন্বয়ে করণীয়	সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, বর্তমানে সরকারের ১১৫ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে, যা মোট জাতীয় বাজেটের প্রায় ১৬.৭৫% ও জিডিপি'র ২.৫৫%। অধিকাংশ কর্মসূচিই উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবায়নকারী সরকারি দপ্তর বা সংস্থার মধ্য সমন্বয়ের দৃঢ়তার অভাবে উপকারভোগী নির্বাচনসহ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। এবিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে বেশির ভাগ ডিপার্টমেন্ট MIS ও অনলাইনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কিছুটা পরিচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এবিষয়ে সদস্য সচিব সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সকল ডিপার্টমেন্টের MIS ও অনলাইন সফটওয়্যারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং AI এর সংযোজন করা গেলে সেটি অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। এবিষয়ে সভাপতির বক্তব্য বলেন যে, উপকারভোগীর তালিকার প্রকাশযোগ্য অংশ স্ব স্ব ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ওয়েবপোর্টাল এবং উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অফিসের ওয়েবপোর্টালে আলাদা মেনু বা সেবা বক্সের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। এবিষয়ে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নীতি অনুসরণ করতে হবে, কারণ বর্তমান সময়ে প্রতারক চক্র অত্যন্ত সক্রিয় এবং ওয়েবপোর্টাল থেকে তথ্য নিয়ে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে সহজেই প্রতারণার ফীদে ফেলে অসং উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রত্যেক উপকারভোগীর তালিকার প্রকাশযোগ্য অংশ অনলাইনে প্রকাশ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় আন্তঃবিনিময়ের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান (সকল)
০২	বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্যাশ ট্রান্সফারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা	সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগীদের মাঝে ক্যাশ ট্রান্সফার/নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবে 'বিকাশ' বা 'নগদ লিমিটেড' সেবা প্রদান করছেন। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভাতা, উপবৃত্তি বা শ্রম-মুজুরি প্রদানের ফলে উপকারভোগীদের মাঝে দ্রুততম সময়ে ও স্বচ্ছতার সাথে ক্যাশ সাপোর্ট প্রদান করা গেলেও এটি নতুন অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। এবিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বলেন, তার 'চল্লিশ দিনের কর্মসূচির' উপকারভোগীদের টাকা নগদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল, যা একটি প্রতারক চক্র অফিসের পরিচয় দিয়ে পিন কোড ও OTP হাতিয়ে নিয়ে অধিকাংশের টাকা হাতিয়ে নেয়। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সভাকে বলেন যে, উপবৃত্তির টাকার ক্ষেত্রেও প্রতারক চক্রের উৎপাত এবং 'নগদ' হিসাব হতে অটোক্যাশ আউটের কারণে অভিভাবকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, যা অফিস সম্পর্কে উপকারভোগীদের মাঝে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করছে। এবিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা	বিস্তারিত আলোচনান্তে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের পছন্দ মত পেমেন্ট পদ্ধতি নির্বাচন বা ব্যাংকের মাধ্যমে EFT তে প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বটিয়াঘাটা, খুলনা

কর্মকর্তা বলেন, চলতি অর্থ বছরে তার কার্যালয় হতে প্রায় বিশ হাজার ভাতাভোগীকে 'নগদ লিমিটেড' এর মাধ্যমে ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। 'নগদ' এর নিরাপত্তা দুর্বলতা ও সিস্টেমে ত্রুটির কারণে হাজার হাজার ভাতাভোগী বঞ্চিত হচ্ছেন, যারা অতি দরিদ্র এবং পরিবার ও সমাজে অনেক অবহেলিত জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে, ক) প্রতারক-চক্রের মাধ্যমে পিনকোড/ওটিপি শেয়ার করে (নগদ কোম্পানি ছাড়া অন্য কাউকে ব্যালান্স সম্পর্কে জানার কথা নয়, যা প্রতারক-চক্রের কাছে কিভাবে যায়, এটি ভাতাভোগী এবং জনপ্রতিনিধিদের একটি বড় প্রশ্ন); খ) অটোক্যাশ আউট/পি২পি/সেন্ড মানি নাম দিয়ে ভাতাভোগীদের নগদ হিসাব হতে যেদিনই টাকা ঢোকে, সেদিনই/একদিন পরে ক্যাশ আউট হয়ে যাচ্ছে (ভাতার হিসাবে পি২পি/সেন্ড মানি বন্ধ রাখাতে বলা হলেও, নগদ তা বাস্তবায়ন করতে পারে নাই); গ) ভাতাভোগী ভাতা/শিক্ষা উপবৃত্তি ক্যাশ-ইন/আউট এর কোন SMS পায় না এবং টাকা ২০/২৫ দিন উত্তোলন না করলে অটোক্যাশ হয়ে যায়; ঘ) নগদের ক্যাশ আউট তথ্য জানতে চাইলে, তারা শুধু মাত্র এজেন্ট নং (যা বন্ধ পাওয়া যায়) প্রকাশ করে, কিন্তু এজেন্ট এর ডিটেলস প্রকাশ করে না, যদিও ব্যাংকিং সিস্টেমে শাখার নাম/ঠিকানা গোপনীয় বিষয় নয়, তবুও নগদ এটি নিয়ে লুকোচুরি করছে; ঙ) ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ে 'নগদ' এর কোন কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস নাই, যেটি ভাতাভোগীসহ বাস্তবায়ন অফিস হিসাবে সমাজসেবা অফিসকে চরমভাবে ভোগাচ্ছে; চ) ভাতার টাকার ক্যাশ আউট চার্জ সরকার প্রদান করলেও কিছু কিছু এজেন্ট ক্যাশ আউট চার্জ বাবদ টাকা কেটে রাখে এবং কিছু ক্ষেত্রে টাকা ক্যাশ করেও টাকা আসে নাই বলে ভাতাভোগীকে ফিরিয়ে দেয়, কাস্টমার কেয়ার না থাকা এবং বিস্তারিত স্টেটমেন্ট প্রকাশের জবাবদিহিতা না থাকায়, ভাতাভোগীগণ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; ছ) ভাতাভোগীগণ প্রায় পিনকোড ভুলে যায় (যা এজেন্টদের থেকে রিসেট করতে ৫০/১০০ টাকা খরচ হয়), সিম নষ্ট বা ব্লক হলে বয়স্ক-প্রতিবন্ধীদের বায়োমেট্রিক মিস-ম্যাস হয় এবং নতুন করে সিম উত্তোলন করতে হয় এবং পূর্বের নং এ ব্যালান্স থেকে যায়, যা ভাতাভোগীকে বঞ্চিত করছে; জ) G2P শুরুর দিকে নগদ হিসাব নং খোলার ক্ষেত্রে নগদের প্রতিনিধিগণ পিনকোড হিসাবে 1122/1234/ 2580/জন্মসাল দিয়েছিল, পরবর্তীতে ভাতাভোগীদের পরিবর্তন করতে সচেতন করা হয় কিন্তু সম্প্রতি গণহারে পরিবর্তিত পিনকোড মিসম্যাচ দেখায় (যা এজেন্টদের থেকে রিসেট করতে ৫০/১০০ টাকা খরচ হয়) যাতে ভাতাভোগীর সময়, খরচ ও ভ্রমণ (TCV) তথা হয়রানি বৃদ্ধি পায়; ঝ) ভাতাভোগীর MIS এ শুধুমাত্র মোবাইল হিসাব নং হলেই হয়ে যায়, হিসাব খোলা যার নামেই হোক না কেউ ব্যাংকের মত হিসাবধারীর নাম ও হিসাব নং উভয়ই সঠিকভাবে যাচাই না থাকায়, মোবাইল হিসাব নং এর যে কোন একটি ডিজিট ভুল হলে অন্যের নং এ ভাতার টাকা চলে যেতে পারে যা একটি চরম নিরাপত্তা দুর্বলতা; ঞ) অধিকাংশ ভাতাভোগী নিরক্ষর, প্রতিবন্ধী, বার্ষিক্যজনিত এবং নিজেদের মোবাইল ফোন নাই, যার কারণে নিজের কাছের লোক বা পরিচিতদের ফোন নং দিয়ে ভাতার টাকা পায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সময়মত ভাতার টাকা ভাতাভোগীকে দেয় না, যার কারণে অসহায় মানুষগুলো আরও অসহায় হয়ে পড়ছে। তিন মাস পরে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তারা নিজের চিকিৎসা খরচ মেটানোসহ অতি প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করে থাকে; ট) মোবাইলে টাকা প্রদানের ফলে ভাতার প্রধান উদ্দেশ্য ভাতাভোগীর ক্ষমতায়ন চরমভাবে বীধাগ্রস্ত হচ্ছে, বিশেষ করে ভাতার টাকা

		<p>ভাতভোগীর নিকট আত্মীয়ের (বৌমা, নাতি-নাতিনী, ভাইপো/ভাইকি, পুত্র-কন্যা, প্রতিবেশি) মোবাইলে যাওয়ায় তারা তা ভাতভোগীর হাতে তুলে দিচ্ছে না এবং একাধিক পুত্র-কন্যা বা তাদের স্ত্রী/স্বামীদের মধ্য হতে যেকোন একজনের মোবাইলে ভাতার টাকা দেওয়ায় বাকী পুত্র/কন্যা বা তাদের স্ত্রী/স্বামীদের সাথে ভাতভোগীর পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। যা ভাতভোগীদেরকে অধিক নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলছে; এছাড়াও নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যায় প্রতিদিন শতশত ভাতভোগীদের কান্নায় সমাজসেবা অফিস ভারাক্রান্ত। তাই, ভাতভোগীদের উপর একটি নির্দিষ্ট পেমেন্ট মেথড না চাপিয়ে তাদের জন্য অপশন উন্মুক্ত করে তাদের পছন্দ মত পেমেন্ট মেথড চালু করে অথবা সরকারি চাকুরিজীবী বা পেনশনারদের মত EFT এর মাধ্যমে ব্যাংকে ভাতা প্রদান করলে ভাতভোগী উপকৃত হবে এবং চলমান সংকট থেকে উৎরণ সম্ভব হবে। এবিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p>		
০৩	<p>নগদ/বিকাশ এর পিনকোড/ওটিপি'র নিরাপদে রাখতে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার-প্রচারণায় করণীয় বিষয়ক আলোচনা</p>	<p>সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, পিনকোড/ওটিপি মোবাইলে কারো সাথে শেয়ার না করতে সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে ০৭ (সাত) টি সচেতনতামূলক ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সভা, উঠান বৈঠক, ইসলামি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদে মসজিদে জুম্মার দিনে প্রচার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও প্রতারক চক্রের নতুন নতুন কৌশলের কারণে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভাতভোগী প্রতারিত হচ্ছেন। এলক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মাইকিং করা গেলে অধিক সংখ্যক ভাতভোগীর কাছে সচেতন বার্তা পৌঁছে যাবে। এবিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p>	<p>বিস্তারিত আলোচনান্তে সকল ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক মাইকিং করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<p>ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)</p>

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



শেখ নুরুল আলম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বটিয়াঘাটা, খুলনা

ও

সভাপতি

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপজেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি

ফোন: ০২৪৭৭৭৩২৭০১

e-mail: uno.batiaghata@mopa.gov.bd